বাংলাদেশ: কর্মকৌশল ও কর্মসূচি ২০০৬-২০১০
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)
মূল বক্তব্য

ভূমিকা

গত দশ বছরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। এ সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ। সরকারী আয়-ব্যয় এবং চলতি হিসাবের ভারসাম্যহীনতা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ছিল কম, সরকারী ঋণের পরিমাণ সহনীয় মাত্রায় ছিল এবং সুদ ও বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল। নব্বই দশকে আয় দারিদ্র্য ৫৯ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। শিশু মৃত্যুর হার অর্ধেকে নেমে এসেছে। গড় আয়ু ৫৬ বছর থেকে বেড়ে ৬৫ বছর হয়েছে। অধিকাংশ শিশু এখন প্রাথমিক স্কুলে যায়। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সমতা অর্জিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

নব্বই দশক থেকেই অর্থনীতি উন্মুক্তকরণ ও দক্ষ সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা বেসরকারি খাতের উন্নয়ন তরান্বিত করেছে। তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিতে প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে পরিসেবা পৌঁছানোর জন্য এনজিওদের সাথে যৌথভাবে কাজ করার নীতিও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সহায়ক শ্রমবাজার নীতি অনুসরণের ফলে বিদেশে কর্মরত শ্রমিক এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষীবাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রায় আয় মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ উপার্জনের অধিকাংশই সরাসরি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপকারে এসেছে।

উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ

কিন্তু ২০০৪ অর্থবছরেও বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই দরিদ্র রয়ে গেছে। মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) মাত্র ৪১৮ ডলার, যা অত্যন্ত কম। মা ও শিশু মৃত্যুর হার খুবই বেশি। শিক্ষার মান ভালো নয়। নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রকট এবং দারিদ্র-বিমোচন প্রচেষ্টা বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত। সুতরাং, দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য দরকার উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাপক সামাজিক বিকাশ।

এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বিনিয়োগের পরিবেশ ভালো হলেও বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর ব্যয় অনেক বেশি। অনুন্নত অবকাঠামো, দুর্নীতি, প্রতিকূল আইন-কানুন এবং পুঁজি-প্রাপ্তিতে সমস্যা এক্ষেত্রে বড় সীমাবদ্ধতা। সামাজিক পরিসেবা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় সরকারের রাজস্ব আয় অনেক কম। বাংলাদেশের রাজস্ব আয় জিডিপি'র ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ, কিন্তু এক্ষেত্রে আঞ্চলিক গড় হলো ১৯ শতাংশ।

গতিশীল বেসরকারি খাত, ক্রমবর্ধমান দক্ষ জনশক্তি, সক্রিয় এনজিও সংগঠন এবং সৎ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধা, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে কঠিন বাধাগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু বাংলাদেশ আরো কঠিনতর বাধার সম্মুখীন। এগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ জরুরী ভিত্তিতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, সচ্ছল অর্থবাজার, কম খরচে উন্নত সামাজিক সেবা, স্বাস্থ্যকর নাগরিক বাসস্থান এবং বেসরকারী খাত উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ।

এমডিজির আয়-দারিদ্র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন বার্ষিক ৭ থেকে ৮ শতাংশ হারে মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এর জন্য প্রয়োজন বেসরকারি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো, কৃষি বহুমুখীকরণ, কৃষি-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বাড়ানো এবং শিল্প ও সেবা খাতের দক্ষতা উন্নয়ন। কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বাড়াতে সহজে পুঁজি পাবার ব্যবস্থা করা, সেচের সুবিধা বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। পল্লী-বিদ্যুৎ, স্থানীয় পরিবহন ও বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতি, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, তৎপর সরকার, শক্তিশালী বেসরকারি খাত, এনজিও অংশীদারিত্ব, এবং একটি

জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা ও বাজেট প্রক্রিয়া। এসব ক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের আস্থা উন্নয়ন এবং উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা খাতে দক্ষ সরকারি বিনিয়োগ জরুরী।

গত কয়েক দশকের বেশি সময়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সামাজিক উন্নয়ন হলেও মৌলিক সেবা খাত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন। মূল অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষাকে আরো কার্যকর করা এবং বাজার-চাহিদা অনুযায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা উন্নয়ন। দ্রুত এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের মোকাবিলা করতে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং উন্নত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাসহ মৌলিক পৌর পরিসেবার জরুরি ভিত্তিতে উন্নয়ন দরকার।

এডিবি'র প্রধান সহায়তা

জ্বালানী, অবকাঠামো, পরিবহন, শিক্ষা, নাগরিক স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন খাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও দক্ষতা উন্নয়নে এডিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি (কৃষি-বাণিজ্য), পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক খাতে (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নসহ) অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের প্রচেষ্টায় এডিবি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান কর্মকৌশল ও কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দক্ষতা উন্নয়ন এবং গণ-অংশগ্রহণ (বিশেষত, নারী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী) নিশ্চিত করতে এডিবি গুরুত্বের সাথে কাজ করবে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বিষয়ের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং পরিবেশ সকল কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এছাড়াও, এডিবি'র বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিভাগ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নীতি প্রণয়নে সরকারি খাতকে সহযোগিতা করবে।

সুশাসন

দশকের পর দশক ধরে চলমান দুর্বল শাসনব্যবস্থা একদিনেই উন্নত করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন খাতে দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা দিতে স্থানীয় সরকার ও জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে এডিবি আরো বেশি সহায়তা দিবে। এ লক্ষ্যে বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজের সাথে যৌথ অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা হবে। এসব কর্মসূচি সফল করতে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের সমন্বয়ে শাসন ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যা যেমন দুর্নীতি রোধ, বিচার প্রাপ্তি সহজতর করা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে এডিবি অনুঘটক হিসেবে সহযোগিতা করবে। আইন ও নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সুশাসন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে সরকারকে সহযোগিতা দেয়া হবে। বেসরকারি খাতের জন্য সুযোগ বাড়ানো, সেবাদানের ক্ষেত্রে এনজিও ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানো, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ক্রয় ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স-এর প্রসারের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এডিবি'র নিজস্ব কর্মসূচিতে দুর্নীতির আশংকা দূর করার জন্য বর্তমান কর্মকৌশল ও পরিকল্পনায় আরো বেশি করে তথ্য প্রকাশ, নজরদারী বাড়ানো, কাজ-ভিত্তিক নিরীক্ষা, স্বাধীন নিরীক্ষা ও নিয়ম-কানুন আরো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এডিবি দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়তা অব্যাহত রাখবে। এই সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: (১) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (২) বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা (৩) সীমান্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা (৪) কৌশলগত পরিবহন করিডোর (ঢাকা-চট্টগ্রামসহ) উন্নয়ন, (৫)জ্বালানী প্রাপ্তি ও সরবরাহ বাড়ানোর জন্য আর্থিকভাবে সবল জ্বালানী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন (৬) পদ্মা সেতু উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করে দেশীয় ও আঞ্চলিক অর্থনীতির যোগসূত্র স্থাপন করা এবং (৭) অর্থ-বাজার উন্নয়নে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থ-প্রাপ্তি সহজতর করতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল(আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন।

এডিবি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং কৃষি-ভিত্তিক কাজ উৎসাহিত করবে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে: (১) কৃষি পন্য উৎপাদনকারী ও বাজারের মধ্যে যোগসূত্র শক্তিশালী করা, (২) সেচের সুবিধা

বৃদ্ধি এবং ছোট আকারে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ; এবং (৩) কৃষি ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশের উন্নয়ন, বিশেষ করে নারী ও মূলধারা থেকে বাদ পড়া অন্যান্য গোষ্ঠির উদ্যোগে সহায়তা করা ।

সামাজিক উন্নয়ন

সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার ক্ষেত্রে এডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা বাড়াতে এবং দরিদ্র নারী ও মূলধারা থেকে বাদ পড়া অন্যান্য গোষ্ঠির মূল স্রোতে প্রবেশাধিকার সহজ করতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে এডিবি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার সরকারি উদ্যোগকে যৌথ অংশদারিত্বের মাধ্যমে সহায়তা দিবে। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বস্তির অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় সহায়তা দেয়া হবে ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত ঝুকিঁ মোকাবেলার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে আঞ্চলিক ও জাতীয় উদ্যোগ দরকার। পূর্বসতর্কীকরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ভালো একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে এডিবি অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে কাজ করবে । আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি কমানোর ক্ষমতা উন্নয়নে এডিবি সরকারকে সহায়তা দিবে। দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি মূলধারায় আনা হবে; যার মধ্যে থাকবে, প্রকল্প তৈরীর সময় বন্যার ঝুঁকি আগাম বিবেচনায় আনা এবং এডিবি'র সহায়তাপুষ্ট বিনিয়োগে এলাকাভিত্তিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যেমন গ্রামীণ সেচ ব্যবস্থার (যার মাধ্যমে বন্যার ঝুঁকি কমানো যায়) উন্নয়ন করা ।

বেসরকারি খাতের উন্নয়ন

বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য অবকাঠামো, সরকারী নীতিমালা, আইনকানুন, শাসন ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন দরকার। প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে স্বাস্থ্য, মৌলিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি খাতের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা খাত শক্তিশালী করা, বেসরকারি খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও বেসরকারিকরণ, এবং বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য সহায়ক নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা দেয়া হবে।

জেন্ডার

সকল প্রকল্প ও কর্মসূচিতে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এডিবি'র জেন্ডার কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ণ ও নারী- পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে নীতি বিষয়ক আলোচনা, সংলাপ এবং এ সংক্রান্ত উদ্যোগের সমন্বয় সাধন করা হবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছেঃ (১) এডিবির সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ স্তরে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা (২) এডিবি সহায়তাপুষ্ট কার্যক্রমে জেন্ডারভিত্তিক বেতন বৈষম্য দূর করা, (৩) জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ণে স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়ানো (৪) জেন্ডার বৈষম্য কমানোর সুযোগ চিহ্নিত করতে খাতভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, (৫) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় জেন্ডারভিত্তিক কার্যক্রমকে মূলধারায় আনতে সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং (৬) জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের অগ্রগতি পর্যবেক্ষনের জন্য নারী সংগঠনের সমন্বয়ে বিশদ পর্যবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন। নারী উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে এবং জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে বর্ণিত জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমে এডিবি সহায়তা দেবে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা

বানিজ্য এবং প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এডিবি উপ-আঞ্চলিক এবং আন্তঃআঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। এডিবির আঞ্চলিক সহযোগিতা কর্ম কৌশল (আরসিএসপি)'র মূল কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে, যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়ানো, আঞ্চলিক পর্যটনের উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাতে এ খাতে সহযোগিতা উন্নয়ন, এবং বেসরকারি খাতে সহযোগিতা বাড়ানো।

এডিবি বাংলাদেশকে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সংস্কার, মানুষ পাচার রোধ করা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, উপআঞ্চলিক বাণিজ্য উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পরিবহন ও পণ্য স্থানান্তরের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে জোরদার করার লক্ষ্যে সহায়তা দেবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারগুলো হচ্ছে (১) ঢাকা-চট্টগ্রামসহ প্রধান প্রধান যোগাযোগের করিডোর-এর উন্নয়ন এবং বাণিজ্য বাড়াতে চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা উন্নয়ন (২) প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সমন্বিত বহুমুখী পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে মহাসড়ক, পদ্মা সেতু, রেল ব্যবস্থা এবং বন্দর উন্নয়নসহ পরিবহন, যোগাযোগ সুবিধা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং (৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী বিষয়ক আঞ্চলিক বাণিজ্যে সরকারি নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করা।

পরিবেশ

প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, এবং পরিবেশের উপর দারিদ্রের প্রভাব বিবেচনা করে এডিবি'র প্রতিটি কর্মকান্ডে পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পানি ও বায়ুর গুণগত মান বৃদ্ধিতে, আর্সেনিক দূষণ রোধে, বিদ্যুৎ-জ্বালানী ও যোগাযোগ খাতে পরিবেশ- বান্ধব প্রযুক্তি উন্নয়নে, টেকসই কৃষি উন্নয়নকে সমুন্নত রাখতে এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জ্ঞানার্জন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকার এবং অন্যান্য সকলকে সামগ্রিকভাবে এডিবি সহায়তা করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নের উন্নতি হলেই উন্নয়ন সাহায্য ফলপ্রসূ হতে পারে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা কম এমন কয়েকটি খাতে এডিবি প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি দেবে। সরকারি খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন আরো উন্নত করতে এডিবি অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সহায়তার সমন্বয় সাধন করবে। কার্যকর অংশিদারীত্ব নির্মাণে যেসব উপায়ে সহায়তা দেয়া হবে তা হলোঃ (১) অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা খাতে এনজিও, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা (২) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরতা বাড়ানো এবং ভবিষ্যতের জন্য এক্ষেত্রে স্থানীয় দক্ষতা উন্নয়ন (৩) অর্থ-ব্যবস্থপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং(৪) এডিবি কার্যক্রমে সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা।

সহায়তা সমন্বয়

জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র অনুযায়ী, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এ কৌশলপত্র ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অর্ধেক কমানো এবং মানব উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রবৃদ্ধি, মানব উন্নয়ন এবং সুশাসন-এ তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কর্মকৌশল দুর্নীতি দূরীকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসনের মত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কর্মকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য এডিবি'র সহায়তা কর্মসূচি যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি, জাপান সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়েছে। এসব দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশের সর্বমোট উন্নয়ন সহযোগিতার ৮০ শতাংশ দিয়ে থাকে। ২০০৫ সালের প্রথমদিকে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার ও তাদের উন্নয়ন সহযোগিদের মধ্যে সমঝোতা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত চারটি উন্নয়ন সহযোগির যৌথ কর্মপরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর নিরিখে প্রণীত হয়েছেঃ

১. বেসরকারি খাতের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন
২. দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়নের জন্য সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়া, যাতে প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সবাই উপকৃত হতে পারে; এবং
৩. প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সুশাসনের মূল বাধাগুলি দূর করার চেষ্টা করা।

সংস্কার ও পরিকল্পনা
জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে নির্ধারিত ফলাফল অর্জন করার জন্য এডিবি মাল্টি-ট্রাঞ্চ অর্থায়ন সুবিধা, কারিগরি সহযোগিতা, অর্থনৈতিক ও খাতভিত্তিক সমীক্ষা, নীতি-সংলাপ, বেসরকারি খাতের কার্যক্রমে সাহায্য করা এবং সহযোগিতা সমন্বয়সহ বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করবে। দক্ষতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ সহযোগিতার সাথে সাথে সংস্কারকে এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে খাতভিত্তিক উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে যাতে খাতভিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং সমন্বিত উদ্যোগ সফল হয় এবং নীতি উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে এডিবি'র প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়া যায়।

জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে আরো দক্ষতার সাথে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। সরকারও এ লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং তথ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০০৩ সালের 'সরকারী ক্রয় নীতিমালা' বাস্তবায়িত হবার পরে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা অনেকখানি বেড়েছে। এ কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা এমন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছে যেগুলো সহজে বাস্তবায়নের জন্য ভালোভাবে তৈরি আছে এবং যে ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তুতি রয়েছে। যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা জানা আছে এবং যেগুলোর দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবসম্মত, সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথভাবে বিন্যস্ত এমন প্রকল্প বাস্তবায়নের উপরও জোর দেয়া হয়েছে।

শক্তিশালী মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র এবং এডিবি'র কর্মকৌশল ও কর্মসূচি'র অগ্রগতি যাচাই ও মূল্যায়ন করার জন্য এবং বাংলাদেশকে দেয়া এডিবি'র সহযোগিতা সক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য শক্তিশালী মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এডিবি বাংলাদেশ সরকারের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার যথাযথ সদ্ব্যবহার এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করবে।